"আমি তোমার আহ্বানকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিব।"

(মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এলহাম)

তহরীকে জদীদের সারকথা

সঙ্কলনকারী—
আহমদ জান,
উকিলুল মাল, তহরীকে জদীদ,
আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রবওয়া।

"খোদা চাহেন যে ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণকে তৌহিদের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন ভক্তগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই আমার উদ্দেশ্য যে জন্য, আমি প্রেরিত হইয়াছি। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর, কিন্তু নম্রতা, নৈতিকতা ও প্রার্থনার উপর ভর করিয়া।"

হজরত আহমদ কাদিয়ানী,
মসীহ মাওউদ (আঃ)।

[তহরীকে জদীদ সম্পর্কে হজরত খলিফাতুল
মসীহ সানী (আইঃ) এর পবিত্র নির্দ্দেশাবলীর
সার সংগ্রহ]

অনুবাদক—
মৌঃ এ, এম, জালালাবাদী
ও
মৌঃ মোহাম্মদ

প্রকাশক—
মৌলভী মোহাম্মাদ
প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমানে আহমদীয়া,
লাং আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা,
জেলা—দিনাজপুর।

প্রথম সংস্করণ ইং ১৯৬১ সাল

Printed by—Md. Golam Mostafa at the
Mill-Press (Branch) Panchagarh, Dinajpur

بسم الله الرحمان الرحيم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم *
خدا کی فضل اور رحم کیساتھ

তহরীকে জদীদ

সমগ্র মানবজাতীর নিকট সত্যের আহ্বান পৌঁছাইবার জন্য আমাদের লোকের প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি এইরূপ দোয়ারও প্রয়োজন যাহা আল্লাহ্‌র আরশকে দোলাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত জিনিষের সমষ্টিগত নামই তহরীকে জদীদ।

প্রকৃত অর্থ

তহরীকে জদীদ (নব আন্দোলন) প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পুনর্জীবনের নাম। ইহাকে জদীদ (নূতন) কেবল মাত্র এই মর্ম্মে বলা হইয়া থাকে যে, দুনিয়া এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যথায় এই তহরীক (আন্দোলন) প্রকৃত পক্ষে জদীদ (নূতন) নহে বরং ক্বাদীমই (পুরাতন)।

তহরীক জদিদের দাবীগুলির সারকথা

তহরীকে জদীদের সারকথা মোটামুটি ৪টি।

প্রথমতঃ— জামাতের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে আমলী জিন্দেগীর (কার্য্যকরী জীবন) প্রবর্ত্তন করা এবং বিশেষ ভাবে যুবকদের মধ্যে এক নব জাগরণের সৃষ্টিকরা ও আমল করার প্রতি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করা।

দ্বিতীয়তঃ— অর্থের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ আত্মোৎসর্গের উপরই জামাতের কর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করা।

তৃতীয়তঃ— জামাতের মধ্যে তহরীকে জদীদের এমন একটি ফাণ্ড স্থাপন করা যাহাতে আর্থিক অভাব অনটন কখনও তবলীগের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে।

চতুর্থতঃ— তবলীগের কাজের প্রতি জামাতের আরও অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

তহরীকে জদীদ প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য

তহরীকে জদীদ এই জন্য প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে যেন আমরা ইহার সাহায্যে সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যাহা দ্বারা দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহতায়ালার নাম সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তহরীকে জদীদ প্রবর্ত্তনের আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা আমরা এই ধরণেরও কিছু সংখ্যক

লোক সংগ্রহ করিতে পারিব, যাহারা ধর্ম প্রচারের কাজে নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবেন এবং নিজেদের জীবনকে এই কাজে ব্যপৃত রাখিবেন।

তহরীকে জদীদ প্রবর্ত্তনের আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা আমাদের জামাত সেই পরিমাণ দৃঢ়তা ও সহনশীলতা অর্জ্জন করিতে পারিবে, যাহা কর্ম্ম-চঞ্চল জামাতের পক্ষে অপরিহার্য্য।

তহরীকে জদীদ এলাহী প্রেরণায় প্রবর্ত্তিত

আল্লাহতালাই আমার অন্তরে এই পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়াছেন এবং আমি ইহা জামাত সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি। সুতরাং এই তহরীক (আন্দোলন) আমার নিজের তৈরী নহে। স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই এই পরিকল্পনার প্রনয়নকারী। আমি আল্লাহতায়ালার উপর এই তহরীক কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করার ভার অর্পন করিতেছি। প্রকৃত পক্ষে এই কাজ তাঁহারই। আমি তাঁহার এক নগণ্য খাদেম মাত্র। ভাষা আমার কিন্তু, হুকুম মূলতঃ আল্লাহ-তালারই।

তহরীকে জদীদে অংশগ্রহণের আবশ্যকতা

আমি মনে করি যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে সে বিনা দ্বিধায় এই তহরীকে (আন্দোলনে) ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

আর যে আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধির আহ্বানে সাড়া দিবে না তাহার ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব

কোন জামাতকে এই কথার উপর স্বস্তিবোধ করিলে চলিবে না যে, উহা তহরীকে জদীদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিৎ হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জামাত সামগ্রিকভাবে ইহাতে অংশগ্রহণ করে।

তহরীকে জদীদ ঐ সমস্ত মৌলিক আন্দোলনের অন্যতম যাহাতে অংশ গ্রহণকারীরা আল্লাহতায়লার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হইবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহতায়ালার সেইরূপ করুণা বর্ষিত হইবে, যেরূপ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের উপর বিশেষ ভাবে বর্ষিত হইয়াছিল।

সরল জীবন যাপনের আবশ্যকতা

যাহাদের পানাহারে বাহুল্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৈহিক কিংবা আর্থিক কোন প্রকার কোরবাণী করিতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহারা আপন অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অতএব পানাহারে সাদাসিধে প্রথা অবলম্বন করাই বিধেয়।

এই যুগে আর্থিক কোরবাণীর অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। অতএব স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সরল জীবন যাপন ও ব্যয় বাহুল্যতা বর্জ্জন একান্ত অপরিহার্য্য। তাহা হইলে যখন আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে কোরবাণীর জন্য আহ্বান আসিবে তখন প্রত্যেকেই উহার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

কোরবাণীর জন্য একমাত্র নিয়ত (সঙ্কল্প) কোন উপকারে আসিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমাদের নিকট কোরবাণীর উপকরণ প্রস্তুত থাকে।

সরল জীবন প্রবর্ত্তনের আন্দোলন কোন সাধারণ আন্দোলন নয়। প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তি ইহার উপরই নির্ভরশীল। এক থাবার খাওয়া ও সাদাসিধে পোষাক পরিধানের মধ্যে এক বিজ্ঞতা আছে। উহা এই যে, ইহা দ্বারা ধনী দরিদ্রের শ্রেণী-বৈষম্যও দূরীভূত হইয়া যায়।

সরল জীবন এবং ইসলামের জন্য দরদ

ইহা এমন যুগ যে আমাদের জন্য এখন কর্ত্তব্য ইসলামের সেবায় কোরবানী করার উদ্দেশ্যে আমাদের বিধি-সম্মত ইচ্ছাগুলিকেও যেন আমরা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলি। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ না করিব,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইসলামের কোন উন্নতি হইবে না। অতএব যাহাদের অন্তরে ইসলামের দরদ ও ইহার খেদমতের অনুভূতি বিদ্যমান তাহাদিগকে সরল জীবন যাপনে অবশ্যই অভ্যস্ত হইতে হইবে, যাহাতে ইসলামের সেবায় নিজদিগকে অধিকতর নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয় এবং পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কেননা ইহা ব্যতিরেকে দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন মোটেই সম্ভব নয়।

তহরীকে জদীদের মেরুদণ্ডের অস্থি

খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবে যে, সরল জীবন যাপন এই তাহরীকের জন্য মেরুদণ্ডের অস্থি তুল্য। ইহাদ্বারা ধনীদের তুলনায় দরিদ্ররাই লাভবান হইবে অপেক্ষাকৃত বেশী, কেননা তাহারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিবে উহা তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই করিবে। অনুরূপ ভাবে ইহা দ্বারা অর্থশালীরাও উপকৃত হইবে। বিপদকালে তাহাদিগের সঞ্চিত পুঁজি তাহাদিগের উপকারে আসিবে।

স্বল্প আহার, স্বল্প কথা ও স্বল্প নিদ্রা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়া আউলিয়ারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সিনেমা জঘন্যতম অভিশাপ

সিনেমা এই যুগের জঘন্যতম অভিশাপ। ইহা শত শত ভদ্র পরিবারের পুত্র কন্যাদিগকে পেশাদার গায়ক গায়িকা ও নর্ত্তক নর্ত্তকী রূপে পরিণত করিয়াছে। চরিত্র গঠন বা চরিত্র শিক্ষা দেওয়া নয় বরং অর্থোপার্জ্জনই সিনেমা প্রযোজকদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা অর্থোপার্জ্জনের লোভে এরূপ কুরুচিপূর্ণ নাটক সংগীত পরিবেশন করিয়া থাকে যাহা একান্ত চরিত্র-বিনাশী। সম্ভ্রান্ত লোকেরা সিনেমায় যাতায়াত করিলে তাহাদিগের রুচিজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকগণেরও অবস্থা অনুরূপ হয়, যাহাদিগকে তাহারা সিনেমা দেখিবার জন্য লইয়া যান। সিনেমা জনসাধারণের চরিত্রে এরূপ ধ্বংসকারী কুপ্রভাব বিস্তার করিতেছে যে আমার মনে হয়, আমি নিষেধ না করিলেও বিশ্বাসী মাত্রেরই আত্মা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে।

আমানত ফাণ্ড গঠনের আহ্বানের উদ্দেশ্য

আমানত ফাণ্ড সুদৃঢ় করার আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করান। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জামাতের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করা যেন এতদ্বারা জামাত আর্থিক দিক দিয়া উন্নতি করিতে থাকে এবং অপব্যয় ক্রমশঃ কম হইয়া যায়।

আমার প্রস্তাব এই যে, রুটির অর্দ্ধেক অংশ রুয়ে রাখিয়া দাও। যখন অন্য কিছু মিলিবে না তখন উহা খাইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি তহরীকে জদীদ আমানত ফাণ্ড স্থাপন করিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিতেছে সে উপকৃত হইতেছে। সুতরাং দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর ব্যক্তিরও কিছু না কিছু সঞ্চিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা এক টাকা অথবা দুই পয়সাই হউক না কেন।

যাহারা তহরীকে জদীদ ফাণ্ডে আপন অর্থ গচ্ছিত রাখেন তাঁহারা আবশ্যক মত লিখিয়া ফেরৎ লইতে পারেন। এই টাকা ফেরৎ দিতে যাহাকিছু খরচ পড়িবে তাহা জামাতই বহন করিবে। অতএব প্রত্যেক আহমদী যিনি মাত্র একটি পয়সাও বাঁচাইতে সক্ষম তিনিও যেন অবশ্যই এখানে ইহা গচ্ছিত রাখেন।

স্মরণ রাখিও, ইহা উদাসীনতা ও অবহেলার যুগ নয়। কখনও এই ধারণা পোষণ করিও না যে পূণ্যের সুযোগ আজ না হইলেও কাল আসিবে। রসুল করিম (দঃ) এর ভবিষৎ বাণী আছে, "এমন এক যুগ আসিবে যখন অনুতাপ গ্রহণ করা হইবে না।" ইহা মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অতএব ভয় কর ঐ দিনকে যে দিন জান মাল উৎসর্গ করিলেও প্রত্যুত্তরে বলা হইবে, "এখন আর গ্রহণ করা যাইবে না।"

বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার

আমাদের শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির মূল কেন্দ্র-ভূমি কোথায় তাহা আমরা জানি না। চীন, জাপান, ফিলি-পাইন, সুমাত্রা, জাভা, রাশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা তথা পৃথিবীর যে কোন স্থানই আমাদের ভাবী কেন্দ্রস্থল হইতে পারে। আমাদের উচিৎ বহির্বিশ্বে গমন করা এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখা যে মদনী জিন্দেগী কোথা হইতে আরম্ভ হয়। দুনিয়ায় নব নব পথের সন্ধান করা এবং নূতন নূতন দেশে গমন করতঃ তবলীগ করা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন দেশের লোক দলে দলে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, সে সম্বন্ধে আমরা কত টুকুইবা জানি।

ঐশীবাণী وسع مكانك "ওয়াসসে' মকানাকা"

"তামার গৃহকে প্রশস্ত কর" ইলহামেও ইংগিত করা হই-য়াছে যে, যখন বিপদ আপদ ঘনাইয়া আসে তখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং নিজদের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে মনোনিবেশ কর। অতএব আমাদের উন্নতির পন্থা হিসাবে একদিকে যেমন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন "তোমা-দের কেন্দ্রকে সুদৃঢ় কর" ঠিক অন্য দিকে ইহাও বলিয়াছেন তোমরা চীন, জাপান, আমেরিকা, আফ্রিকা, তথা ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়।

এমন কি কোন জাতিই যেন তোমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে।

আধ্যাত্মিকতারও একটি বিশেষ গতিপ্রবাহ আছে, ইহা কোন কোন দেশে দমিয়া থাকে আবার কোন কোন দেশে তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়। ছড়াইয়া পড় পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ছড়াইয়া যাও ইউরোপে, ছড়াইয়া যাও আমেরিকায়, ছড়াইয়া যাও আফ্রিকায়, ছড়াইয়া যাও দ্বীপগুলিতে, ছড়াইয়া যাও চীনে, ছড়াইয়া যাও জাপানে, ছড়াইয়া যাও দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে, যেন দুনিয়ার কোন দিকে কোন দেশ, কোন প্রদেশ, কোন এলাকা না থাকে যেখানে তোমরা না হও। তোমরা সাহাবীদের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া যাও, প্রথম যুগের মুসলমানদের মত তোমরা বিস্তৃত হও, তোমরা যেখানেই পদার্পণ কর, সেখানে নিজেদের সম্মানের দ্বারা সিলসিলার (ইসলাম ও আহমদীয়াত এর) সম্মানকেও প্রতিষ্ঠিত কর। যেখানেই যাও নিজেদের উন্নতির সাথে তোমরা সিলসিলার উন্নতির কারণ হও। বহির্দ্দেশে গমন করিয়া বিভিন্ন পেশায় জ্ঞান লাভ কর এবং নিজের দেশকে সমৃদ্ধ কর। কোথাও মজুরী করিয়া, কোথাও কেরাণীগিরী করিয়া, আবার কোথাও অন্যান্য সম্ভাব্য পন্থাসমূহ অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী হও এবং দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন কর। আমি

চাই যেন অমাদের জীবদ্দশায় আহমদীয়তের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। মোট কথা, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ার দূর দূরান্তে আমদীয়তের কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত করাও তহরীকে জদীদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ছুটীও ওয়াকফ করা চাই

যাহারা বৎসরে দুই কিংবা তিন মাসের দীর্ঘ ছুটী লইতে পারেন, তাহারাও যেন আপন আপন ছুটী ও অবকাশকালীন সময়কে আল্লাহর ধর্মের জন্য ওয়াকফ (উৎসর্গ) করিয়া দেন। যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর তিন মাসের ছুটী পাওনা আছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে হইবে তাহারাও যেন উক্ত ছুটী আল্লাহর ওয়াস্তে উৎসর্গ করিয়া দেন। উপরোক্ত ব্যক্তিদের ইহাও কর্ত্তব্য হইবে যেন তাহারা মালকানা আন্দোলনের মুজাহেদগণের ন্যায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করে।

জীবন উৎসর্গ

কেবল অর্থের দ্বারা দুনিয়াতে কখনও তবলিগের কাজ পরিচালিত হয় নাই। যে জাতি কেবল অর্থের জোরে বিশ্বের প্রান্ত পর্য্যন্ত আপন প্রচার কাজ চালাইতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে করে তাহাদের অপেক্ষা প্রতারিত, মূর্খ ও বিকৃত মস্তিষ্ক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবনের লক্ষণ হইল,

তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রাণকে পেশ করিবে এবং বলিবে, হে আমীরুল মুমেনীন! "ইহা আল্লাহ্, তাঁহার রসুল ও তাঁহার ধর্ম ইসলামের জন্য হাজির করিলাম।" যে দিন তোমরা বুঝিতে পারিবে, তোমাদের জীবন তোমাদের নহে পরন্তু ইসলামের জন্য এবং যে দিন তোমরা শুধু অন্তরে নহে বরং তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে সে দিন তোমাদের এ কথা বলার অধিকার জন্মিবে তোমরা জীবিত।

تعاونوا على البر والتقوى

"তোমরা পরস্পর পরস্পরকে পুন্যকার্য্যে ও ধর্ম্ম-পরায়ণতায় সাহায্য কর" আয়াতের এক ব্যাখ্যা।

আমাদের জামাতের ব্যবসায়ীগণ নিজেদের কারবার পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে যদি জামাতের অপর লোককেও ব্যবসায় শিক্ষা দেয় এবং ইহার তত্ত্ব সম্পর্কেও য়াকেফহাল করে তাহা হইলে ইহা একটি কওমী সাহায্য ও জাতীগঠনমূলক কাজ হইবে এবং ইহা দ্বারা তাহারা অশেষ ছওয়াবেরও ভাগী হইবে। ঠিক তেমনি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কারিগরী বিদ্যা কিংবা শিল্প-কলায় পারদর্শী সে যেন ইহাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে বরং জামাতের অন্যান্য লোককেও এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলে।

মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রদান করুন

যে সকল বন্ধু বক্তৃতাদানে সক্ষম এবং আপন জ্ঞান ও পদবলে জন-সাধারণে উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী যেমন চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবি কিংবা উচ্চপদে চাকুরীরত ব্যক্তি-বর্গ, যাহাদিগকে জনসাধারণ অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহারাও নিজদিগকে পেশ করুন যাহাতে মুবাল্লিগগণ ছাড়া তাহাদিগকেও যেন বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভাসম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা যাইতে পারে। বক্তা যদি বুদ্ধি জীবি, চিকিৎসক কিংবা উচ্চপদে কার্য্যরত কোন ব্যক্তিবিশেষ হন, তাহা হইলে জন-সাধারণের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইবে যে, এই জামাতের প্রত্যেকটি লোক চাই সে যে কোন বিভাগের কিংবা যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হউক, ধর্ম্মীয় কার্য্যে আগ্রহশীল ও এতদ্বিষয়ে ওয়াকেফহাল। এই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া যদি ঐ সমস্ত কথা বাহির হয় যাহা আলেমগণ সচরাচর বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার প্রভাব বেশী হইবে।

পঁচিশ লক্ষ মূলধনের রিজার্ভ ফাণ্ড

আমাদের এমন একটি পৃথক রিজার্ভ ফাণ্ড গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে যাহার আয় দ্বারা আমরা বিভিন্ন খাতের

ব্যয়ভার বহন করিতে পারি। সাময়িক কাজের জন্য চাঁদা উঠান যাইবে। চারিত্রিক দিক দিয়া অর্থাৎ জামাতের চারিত্রিক দিককে নিরাপদ করিবার জন্য ও ইহার কর্ম পন্থায় ব্যাপকতা আনয়নের জন্যও একটি পৃথক রিজার্ভ ফাণ্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক অসুবিধা দূর করার জন্য একটি রিজার্ভ ফাণ্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি আমরা এই ধরণের একটি ফাণ্ড স্থাপনে সক্ষম হই তাহা হইলে সাংসারিক দিক দিয়া আমরা সচরাচর যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হই তাহাও আর থাকিবে না।

অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ধর্ম্মের সেবার জন্য নিজদিগকে পেশ করুন।

জামাতের বহুব্যক্তি যাহারা অবসর প্রাপ্তির পর শুধু ঘরে বসিয়া অবকাশ ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ছোট সরকার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বড় সরকারের অর্থাৎ ধর্ম্মের খেদমত করিবার সুযোগ দিয়াছেন। অনেকে আছেন যাহারা পেনশন ভোগ করেন অথচ বাড়ীতে তাহাদের কাজ বলিতে কিছুই নাই। আমি তাহাদিগকে বলিতেছি "আপনারা ধর্ম্মের খেদমতে নিজদিগকে উৎসর্গ করুন।"

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, যাহারা অবসর প্রাপ্তির পর কোন কাজ করে না তাহারা অকর্মণ্য হইয়া যায়। নিষ্কর্মা ভাবে বসিয়া থাকিলে মানুষের আয়ু কমিয়া যায়। অন্ততঃপক্ষে অবসর প্রাপ্তির পরবর্ত্তী জীবন আল্লাহতায়ালার জন্য উৎসর্গ করা উচিৎ, যাহাতে মৃত্যুর পর আল্লাহতায়ালার নিকট এ কথা বলিতে পার যে, জীবনে আমাদের যে অবসর টুকু জুটিয়াছিল তাহা তোমার ধর্মের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলাম।" মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য কি হইতে পারে যে বিনা কোরবাণীতে সে পুরস্কার পাইতে থাকে। দুনিয়ায় প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তোমাদের কর্ত্তব্য এই প্রতিযোগীতায় তোমরা প্রথম স্থান লাভ করিবার চেষ্টা কর।

নিষ্কর্ম্মাগণ বাহির হইয়া পড়

যে সমস্ত যুবক ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাতরুটী ধ্বংস করতঃ পিতা মাতাকে ঋণী করিতেছে তাহাদিগের কর্ত্তব্য গৃহ ত্যাগ করতঃ বহির্দ্দেশে চলিয়া যাওয়া।

যাহারা এদেশে কোন কর্মের সংস্থান করিতে পারিতেছে না তাহারা বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলে নিজেদের উন্নতির কোন না কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিবে। অধিকন্তু তাহারা সেলসেলারও উপকারে আসিতে পারিবে।

বস্তুতঃ সমস্ত দুনিয়াই তোমাদের উত্তরাধিকার। ইহা আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে দিয়াছেন। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য যে তোমরা ইহাকে আল্লাহতায়ালার দ্বারা নির্দিষ্ট যাবতীয় বৈধপন্থা অবলম্বনে আকর্ষণ কর। ইহাকে হাসেল করার প্রথম পদক্ষেপ হইল আমাদের যুবকগণের বহির্বিশ্বে ছড়াইয়া পড়া, নিজের খাওয়া পরার সংস্থান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আহমদীয়তের প্রচারে রত হওয়া।

আহমদী যুবকগণের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি

তোমরা নিজদিগকে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন করিয়া তোল, কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে নহে বরং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিভাগে তোমরা সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন হও। এমন কোন ক্ষেত্র দুনিয়াতে যেন না থাকে যেখানে আহমদী জামাতের লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা পারদর্শী কর্মকার তোমরাই হও। সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ বণিক, সর্বশ্রেষ্ঠ মিস্ত্রী, সর্বাগ্রণী রাসায়নবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্র বয়নকারী, সর্বাধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন মেশিন নির্মাতা তোমারাই হও। যখন তোমরা উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প লইয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং দুনিয়ার

বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে তখন খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণ তোমাদের উপর আশীষ বর্ষণ করিবে।

কেন্দ্র হইতে আহ্বানের প্রতিক্ষা কর

মোট কথা সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি তোমাদিগকে একদিকে যেমন বলিতেছি, বাহির হও, সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়, তেমনি অন্যদিকে ইহাও বলিতেছি যে যখন তোমাদের নিকট কেন্দ্র হইতে আহ্বান পৌঁছে "এস" তখন "লাব্বয়েক" (আমি হাজির) বলিয়া সাড়া দাও। তোমাদের এই সাড়া শারিরীক হইতে পারে, আবার আধ্যাত্মিকও হইতে পারে। চারিত্রিক অথবা আর্থিকও হইতে পারে।

অতএব হে দ্বিতীয় ইব্রাহিমের! বিহঙ্গদল যদি বাঁচিতে চাও, দুনিয়াতে ছড়াইয়া পড়। কিন্তু এ ভাবে নহে যে কেন্দ্রকে ভুলিয়া যাও। অতএব যাও বিশ্বে ছড়াইয়া পড়। তোমাদের উন্নতির উপায় ইহাই যে যখন তোমাদের নিকট আহ্বান পৌঁছে তখন বিহঙ্গের মত উড়িয়া আসিয়া একত্রিত হও।

নিজের হাতে কাজ কর

নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস করা প্রত্যেক বন্ধুর কর্তব্য। সাদাসিধে খানাহার ও সাদাসিধে পোষাক

পরিধান কর। ধর্মের সেবার জন্য নিজেকে পেশ কর। কোন আহমদী বেকার থাকিবে না। যদি কেহ ঝাড়ুদারেরও কাজ পায় তাও যেন সে করে। ইহাতেও উপকার আছে মোট কথা, কোন না কোন কাজ করা চাই, প্রত্যেকের চেষ্টা করা চাই, যেন সে বেকার না থাকে। যদি আমরা জামাতের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম হই তাহা হইলে জামাতের এক চতুর্থাংশ বোঝা হালকা হইয়া যাইতে পারে। আবার যখন ইহারা (এক চতুর্থাংশ বেকার) প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করিবে আমার মনে হয় তখন আমাদের আরও এক চতুর্থাংশ বোঝা অতি সহজে নামিয়া যাইবে।

বেকার সমস্যার কারণ

কাজ করিতে অপমান বোধ হইতে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি আমরা কাজে লাগিয়া যাই এবং দেখি জামাতের আবালবৃদ্ধবণিতা প্রত্যেকেই কাজ করিতেছে তাহা হইলে মানুষের অন্তর হইতে আপনা আপনি অপমান-বোধ বিদায় গ্রহণ করিবে। এবং কাজের মধ্যেই মানুষ গৌরব অনুভব করিবে। যে দিন বেকার থাকাকে লোক ধ্বংসাত্মক বিষ বলিয়া মনে করিবে সেই দিন জানিও দুনিয়ার বিপদ কাটিয়া যাইবে, এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি স্থাপিত হইবে বৈধভাবে উপার্জ্জিত খাদ্যের দ্বারা সৎকর্মের সঞ্চার

হয়। সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করার প্রধান পন্থা নিজের হাতে কাজ করিতে অভ্যস্ত হওয়া।

বেকার ব্যক্তি অতি ছোট কাজ হইলেও কর

আমি বার বার বলিয়া আসিয়াছি, বেকার বসিয়া থাকিও না (কাজ কর) আমার এই আদেশ ধনী দরিদ্র সকলের উপরই সমান ভাবে প্রযোজ্য। পরন্তু অবস্থাহীন দরিদ্রগণের জন্য কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি জামাতের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি যে তহরীকে জদীদ তোমাদিগকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কামিয়াব করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমরা দিবারাত্র এক করিয়া কাজ কর, এবং রাত্রি দিনকে নিজের আয়ত্বে আনায়ন কর। তোমরা এরূপ অভ্যস্ত হও যেন যে কাজই কর "হয় জয় না হয় মরণপণ" করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ কর। আমি আবার উপদেশ দিতেছি, মেহনত করিতে অভ্যস্ত হও। বেকার থাকার অভ্যাস পরিহার কর। অহেতুক বৈঠকে মিলিত হইয়া গাল গল্প করা ও বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। ধূম পান ও এই ধরণের নিরর্থক কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না, বরং চেষ্টা কর যেন অধিক হইতে অধিকতর কাজ করিতে সক্ষম হও।

বেকার থাকার কুফল

স্মরণ রাখিও যে জাতির মধ্যে বেকার থাকার রোগ রহিয়াছে তাহারা না জাগতিক, না ধর্ম্মীয় সম্মানের অধিকারী হইতে পারে। বেকার থাকা সংক্রামক ব্যাধিতুল্য। যে ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকে সে কতকগুলি অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথাবার্ত্ত শিখে। সুতরাং বেকারী এমন এক ব্যাধি যে, যে অঞ্চলে ইহা আছে সে স্থানের ধ্বংসের জন্য দ্বিতীয় আর কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই। আর্থিক দিক দিয়াও বেকারী অভিশাপ স্বরূপ। যতদূর সম্ভব শীঘ্র ইহাকে দূরীভূত করার প্রয়োজন। জাতীয় জীবনেও বেকারদের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক। বেকার রোগের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

যাহারা বেকার, তাহারা যেন বেকার না থাকে। যদি তাহারা বহির্দ্দেশে না যায় তবে ছোট খাটো ধরণের যে কাজই জুটুক না কেন তাহাই যেন করে। তাহারা পত্র পত্রিকা কিংবা বই পুস্তক বিক্রয়ে মনোনিবেশ করুক এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করিয়া দিক।

আমি চাই জামাতের নৈতিক চরিত্রের মান খুব উন্নত হউক, এবং অপরের নিকট চাওয়ার অভ্যাস তাহারা পরিহার করুক। বেকার জীবন এক অভিশাপ। যত শীঘ্র সম্ভব

ইহার মূলোৎপাটন অত্যাবশ্যক। স্মরণ রাখিও, বেকার ব্যাধি দূরীভূত না হইলে জামাতের মধ্যে সত্যিকার চরিত্র সৃষ্টি হইবে না।

ইসলামী সভ্যতা প্রবর্ত্তন

তহরীকে জদীদের দ্বিতীয় পর্য্যায় প্রবর্ত্তনে আমার উদ্দেশ্য এই যে আমরা দুনিয়াতে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিব। অতএব তোমরা যদি ইসলামী শিক্ষাকে কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা দুনিয়াবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত কর, আল্লাহতায়ালার গুণাবলী জনসাধারণের সম্মুখে পেশ কর, তাহা হইলে কি তোমরা মনে কর দুনিয়াবাসী ইহাকে গ্রহণ না করিয়া বা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া পারিবে।

ওলামাদের কর্ত্তব্য

আমি ওলামাদিগকে বলিতে চাই, যেন তাঁহারা ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে গবেষণা করেন এবং কোরআন করীম ও আহাদিস হইতে শরীয়তের আদেশ ও নির্দ্দেশাবলী খুজিয়া বাহির করেন ও দেখেন ইহার কোন অংশের উপর আমরা আজও আমল করিতে পারি। অতঃপর ইহাকে জামাতের সম্মুখে বার বার পেশ করিতে থাকুন এবং জন-

সাধারণের মস্তিষ্কে এমন ভাবে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করুন যাহাতে উহা যেন আর বাহির হইতে না পারে।

হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য

হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে ইলহামের মারফৎ বলা হইয়াছিল।

يحيي الدين و يقيم الشريعة

অর্থাৎ তিনি (মসীহ মাওউদ আঃ) ধর্ম্মকে জীবিত করিবেন এবং শরীয়তকে কায়েম করিবেন।

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের সাহায্যে আমি সর্বশক্তি দিয়া চেষ্টা করিব যেন আমাদের সকল কর্ম ব্যবস্থা (মিনহাজে নবুওত) অর্থাৎ নবুওতের (শিক্ষার) রাজপথে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাশ্চাত্যের নীতি শীঘ্র হউক বা বিলম্বে পরিত্যক্ত হউক। কারণ ইসলামের নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে চলিয়াই আমরা সফলতা লাভ করিব। পাশ্চাত্য নীতির অনুকরণ করিয়া নহে।

আসুন আমরা এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করি এবং দুনিয়ার ত্রুটীপূর্ণ কৃষ্টি ও সভ্যতার অবসান ঘটাইয়া তৎ পরিবর্ত্তে ইসলামী সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থাকে পুনরায় কায়েম করি।

জাতীয় বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠা

নৈতিকতার মূল নীতি ৪টি, যথা, বিশ্বস্ততা, সততা, পরিশ্রম ও ত্যাগ। যদি তোমরা এই ৪টি গুণ অর্জ্জন করিতে পার তাহা হইলে তোমাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

সন্তান উৎসর্গ

হজরত ইব্রাহিম(আঃ) এর কোরবানী (সন্তান উৎসর্গ) আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান কর যে, সন্তান উৎসর্গ করিলে বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ কামনা করে যে, তাহার বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রসার লাভ করতঃ সম্মান অর্জ্জন করুক তবে তাহার একটি মাত্র উপায় আছে, এবং তাহা হইল নিজের সন্তান সন্ততিকে ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। আমি স্থায়ী ভাবে আহ্বান জানাইতেছি, প্রত্যেক আহমদী যেমন চাঁদা দেওয়াকে নিজের কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া মনে করে ঠিক তেমনি নিজের কোন না কোন সন্তানকে যেন ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করাও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য করিয়া লয়।

তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব নিজেদের দায়ীত্ব সম্বন্ধে সজাগ হও এবং ধর্ম রক্ষার্থে নিজের বংশধরদিগকেও পেশ কর।

দোয়া

পার্থিব সম্পদ যতই অর্জ্জন করা যাউকনা কেন উহা শেষ পর্য্যন্ত জাগতিক বিষয় ছাড়া কিছুই নহে। আমাদের উন্নতি ইহার উপর নির্ভরশীল নহে। পরন্তু আমাদিগের উন্নতি আল্লাহতায়ালার সাহায্যে ঘটিবে। বন্ধুগণ বিশেষভাবে প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহতায়ালা ঐ সমস্ত লোকদিগকে আরও শক্তি সামর্থ্য ও বরকত প্রদান করেন যাহারা কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং যেন আমাদিগের সফলতা বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা নহে পরন্তু আধ্যাত্মিক উপকরণের দ্বারা সাধিত হয়। আমাদিগের অন্তরে যদি সত্যকার ঈমান জন্মলাভ করে এবং আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার হইয়া যাই, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বকে জয় করিতে আমাদিগকে কিছু মাত্র বেগ পাইতে হইবে না।

হুজুরের জন্য খাস দোয়ার তহরীক

বন্ধুগণ, হুজুরের আশু ও পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন যাহাতে তাঁহার খাস বরকতে তহরীকে জদীদের কাজ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র ঝাণ্ডা বায়ু ভরে দুলিতে থাকে।

বন্ধুদের প্রতি উপদেশ

বন্ধুদের উচিৎ যেন, তাহারা দোয়ার উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন এবং আল্লাহতায়ালার দরবারে নিবেদন করেন :— হে খোদা! তুমি আমাদের উপর সেই কাজের দায়ীত্ব অর্পণ করিয়াছ, যাহা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে খোদা! আমরা আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিতেছি, আমরা অক্ষম, আমরা তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং একান্ত ভাবে দুখাপেক্ষী। হে খোদা! তুমি সকল শক্তির অধিপতি। তুমি আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগের দূর্বল স্কন্ধকে মজবুত করিয়া দাও। আমাদিগের মুখ দিয়া সত্য নিঃসৃত কর। আমাদিগের অন্তরে ঈমানের সৃষ্টি কর। আমাদিগের জ্ঞানকে উজ্জল কর। আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে সাহস দাও, যেন প্রয়োজনে আমরা অবলীলা-ক্রমে প্রাণ দিতে পারি এবং তোমার আদেশ মানিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদ-পদ না হই। হে খোদা! তুমি আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমাদিগকে সামর্থ্য দাও, যেন তোমার শরিয়তকে আমরা পৃথিবীতে কায়েম করিতে পারি, যেন তোমার ধর্মের আশীষ মানব মণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দেয়, এবং তাহারা যেন বাধ্য হয় ইসলাম গ্রহণ করিতে। অতএব আসুন, আমরা খোদার নিকট দোয়া করি। হে আমাদিগের প্রভু! তোমার শিক্ষা, তোমার শাসন, তোমার অর্থনীতি, তোমার সমাজনীতি

তোমার ধর্মের ভালবাসা আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর। ইহার গুরুত্ববোধ আমাদের অন্তরে দাও। তুমি আমাদিগকে সত্যবাদী কর, তুমি আমাদিগকে মিথ্যা হইতে বাঁচাও। তুমি আমাদিগকে ভীরুতা, অলসতা ও নাফরমানী হইতে দূরে রাখ। হে খোদা! আমাদিগকে তওফিক দাও, যেন আমরা কোরআনের উপর যথাযথ ভাবে আমল (কাজ) করিতে পারি। হে খোদা, স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও উত্তম অধম নির্বিশেষে আমরা সকলে যেন তোমার একান্ত অনুগত ও বাধ্য হইয়া চলিতে পারি সেই তওফিক দাও। আমাদিগকে সেই সকল পদস্খলন এবং পাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখ যাহা মানবকে সত্য ও সরল পথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। হে আমাদিগের প্রভু! একমাত্র তোমারই ভালবাসা আমাদের অন্তরে স্থাপন কর। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাকে যেন আমরা প্রিয়তর জ্ঞান না করি। হে খোদা! যে ব্যক্তি তোমার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও তোমার প্রিয়, সে যেন আমাদের প্রিয় হয় এবং যে তোমার নিকট হইতে দূরে, আমরা যেন তাহার নিকট হইতে দূরে থাকি। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য সহানুভূতি ও উহার সংস্কারের চিন্তা যেন আমাদের অন্তরে প্রবল থাকে। আমরা দুনিয়াতে যেন সেই মহাপরিবর্ত্তন আনায়ন করিতে

সফলকাম হই যাহার জন্য তুমি হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছ।

ওকিলুল মাল, তহরীকে জদীদ,
আঞ্জুমানে আহমদীয়া (পাকিস্তান)।
ইং ১৯৫১ সাল।

তহরীকে জদীদের কার্য্যক্রম সম্পর্কে হজরত মির্জা বশীর আহমদ (এম, এ,) সাহেবের অভিমত।

"তহরীকে জদীদের মাধ্যমে বহির্জগতে যে সকল দেশে ইসলাম প্রচারের অভিযান পরিচালিত হইতেছে, সেগুলি সমস্ত দুনিয়ায় এরূপভাবে ছড়াইয়া আছে যে স্বাধীন দুনিয়ায় কোন স্থান খালি নাই। তহরীকে জদীদের সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আজ বৃটেন, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মাণী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, স্পেন, লেবানন, সিরিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা, পশ্চিম আফ্রিকার নাইজিরিয়া, ঘানা, সিয়েরা লিওন, সাইবেরিয়া, মরিসাস, ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে ইসলামের বীর মুজাহেদ-

গণ ঐকান্তিকতার সহিত দিবারাত্রি ইসলামের সেবা করিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় কোরআন মজীদের অনুবাদ, অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ ও ইসলাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা প্রচার ও বিলি ব্যবস্থার কাজও এই অর্থের দ্বারা চলিতেছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, ইহা এমন একটি কাজ যাহার সাহায্যে আজ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এক মহা পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় নও-মুসলিমের সংখ্যা অল্প হইলেও, সেই খৃষ্টান জগৎ যাহা মাত্র ১৫ বৎসর পূর্বে ইসলামের প্রত্যেকটি কথার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিত, আজ উহকে সম্মান ও সত্য অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর সমালোচনার পরিবর্তে বিষয় মাহাত্ম্য উপলব্ধির দিকে যাইতেছে। আল্লাহতায়ালার অসীম অনুগ্রহে আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে সংখ্যার দিক দিয়াও বিশেষ সফলতা লাভ হইতেছে। এমন কি পশ্চিম আফ্রিকার এক-জন গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "এখন পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্মের জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।"

একটী ভবিষ্যৎ বাণী

"দেখ, ঐ যুগ আসিতেছে পরন্তু নিকটে আসিয়া গিয়াছে যখন আল্লাহতায়ালা এই সিলসিলাকে (আহমদীয়া মতবাদকে) পৃথিবীতে অত্যন্ত গ্রহনীয় করিয়া তুলিবেন। উহা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে প্রসার লাভ করিবে এবং দুনিয়ায় ইসলাম বলিতে একমাত্র এই সিলসিলাকেই বুঝাইবে। ইহা সেই আল্লাহতায়ার বাণী যাহার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।" (তোহফায়ে গুলড়বীয়া হইতে)।

—o—

তহরীকে জদীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঘানা বিশ্ব বিদ্যালয়ের খৃষ্টান অধ্যাপক এস, জি, উইলিয়ামসন এর অভিমত।

ঘানার কোন কোন অঞ্চলে এবং বিশেষভাবে উপকূল-বর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুততার সহিত বিস্তার লাভ করিতেছে। শীঘ্রই গোল্ড:কোষ্টের (ঘানা) সকল অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা বিপদ সঙ্কুল। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখ যোগ্য দল আহমদীয়তের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া চলিয়াছে এবং নিশ্চয়ই ইহা খৃষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ।

(Christ or Muhammad
পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)